দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

চৌদ্দগ্রামে ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ঘরে চলছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান

■ চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বাতিসা ইউনিয়নের দৈয়ারা-বরৈয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক দশক পেরিয়ে গেলেও অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়ন হয়নি। ফলে পুরানো ও ঝুঁকিপূর্ণ দুটি টিনশেড ঘরে চলছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম।

জানা গেছে, ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর এলাকার নাছির উদ্দিন, ওয়ালিউল আজম, ইসরাফিল, সফিউল আজম স্বপন, সাইফুদ্দিন, ইসমাইল, সামছুল করিম ও আবদুর রাজ্জাক যৌথভাবে ৩৩ শতক জমি দিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয়দের অনুদানে নির্মিত দুইটি টিনশেড ঘরই বর্তমানে বেহলা অবস্থায় আছে। টিনশেড ঘরের পাঁচটি কক্ষের একটি শিক্ষকরা ব্যবহার করছেন আর বাকিগুলোতে চলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম। সরকার ২০১৩ সালের জুন মাসে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করে। বিদ্যালয়টিতে ১৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ৩২ শিক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। স্থানীয়রা ক্ষোভ নিয়ে জানান, 'বিদ্যালয়টি নামেই শুধু সরকারি। বিদ্যালয়ে একটি পাকা ভবন নির্মাণ করার জন্য স্থানীয় সাংসদ ও রেলমন্ত্রী মুজিবুল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে'।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ইমরান হোসেন বলেন, 'প্রতি বছরই শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করছে। কিন্তু অবকাঠামো ভালো নয় বলে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের এখানে ভর্তি করতে চায় না। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট শিগগিরই একটি নতুন ভবন নির্মাণের দাবি জানান'।